মুহাম্মাদ | Muhammad | مُحَمَّد

আয়াতঃ ৪৭ : ১৮

আরবি মূল আয়াত:

فَهَل يَنظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَن تَاتِيَهُم بَغتَةً فَقَد جَآءَ اَشرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُم اِذَا جَآءَتهُم ذِكرٰىهُم ﴿١٨﴾

অনুবাদসমূহ:

সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? অথচ কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? — আল-বায়ান

তারা কি শুধু এ অপেক্ষায় আছে যে, ক্বিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে পড়ুক? ক্বিয়ামতের লক্ষণগুলো তো এসেই গেছে। কাজেই তা এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? — তাইসিরুল

তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ূক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? — মুজিবুর রহমান

Then do they await except that the Hour should come upon them unexpectedly? But already there have come [some of] its indications. Then what good to them, when it has come, will be their remembrance? — Sahih International

১৮. সুতরাং তারা কি শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ(১) তো এসেই পড়েছে! অতঃপর কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!

(১) মূলে أَشْرَاطٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। এখানে কেয়ামতের প্রাথমিক আলামতসমূহ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি উঠিয়ে বললেন, “আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু অঙ্গুলির মত।” [বুখারী: ৬৫০৩, মুসলিম: ২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৮) তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে।[1] অতঃপর কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? [2]

[1] অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ)-এর নবী হয়ে প্রেরিত হওয়াই কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। যেমন তিনি নিজেও এ কথা বলেছেন,(بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) "আমার প্রেরিত হওয়ার ও কিয়ামতের মাঝে ব্যবধান হল এই দুই আঙ্গুলের (মাঝে ব্যবধানের) ন্যায়।" (বুখারী) তিনি ইঙ্গিত করে একথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, যেভাবে এই আঙ্গুল দু'টি পরস্পর মিলে রয়েছে, অনুরূপ আমার ও কিয়ামতের মধ্যেও কোন ব্যবধান নেই। অথবা একটি আঙ্গুল যেমন অপর আঙ্গুলটির চেয়ে একটু বেশি লম্বা আছে, অনুরূপ কিয়ামতও আমার জীবনকালের একটু পরে সংঘটিত হবে।

[2] অর্থাৎ, কিয়ামত যখন হঠাৎ এসে পড়বে, তখন কাফের কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে? অর্থাৎ, সেই সময় সে যদি তওবাও করে, তবুও তা গৃহীত হবে না। কাজেই তওবা করতে চাইলে এটাই সময়। তাছাড়া এমন সময়ও এসে উপস্থিত হতে পারে, যখন তাদের তওবাও ফলপ্রসূ হবে না।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4563

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন